## ৭. কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য

পীতাম্বর ভাগবতের দশম স্কন্ধ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মূলানুগ ও তথ্যনিষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক তথ্যনিষ্ঠা কোথাও নিতান্ত তথ্যসর্বস্ব হইয়া উঠে নাই। মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষিত হইলেও উহাকে ঠিক মূলের আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। কবি পণ্ডিতজনবোধ্য দুরূহ তত্ত্বসম্বলিত ভাগবতকথাকে স্বীয় কবিশক্তি-বলে অপণ্ডিত জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য কাব্যকাহিনীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবিশেখর-কৃত 'গোপালবিজয়'-এর ন্যায় ইহাতে ভাগবতের গূঢ় তত্ত্বকথাগুলি একেবারে বর্জিত হয় নাই। মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই তত্ত্ববচনসমূহ ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। অথচ তত্ত্বের রসহীনতা কোথাও কাব্যরস-আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করে নাই।

পীতাম্বর সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যকথাকে বাংলায় রূপান্তরিত করিলেও তাঁহার ভাষা কোথাও সংস্কৃতপন্থী নহে। সর্বজনবোধ্য সহজ সরল দেশজ ভাষায় তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বক্তব্যের সরলতা, বর্ণনার সাবলীলতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা এই তিনটি গুণ তাঁহার কাব্যকে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

পীতাম্বরের কাব্যমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও ঐশ্বর্যময়তার দিকটিই উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। বীররস পরিবেশণে কবির পারদর্শিতা অপরিসীম। কিন্তু ভাগবতে যেরূপ কেবলমাত্র বীরধর্মই প্রাধান্য লাভ করে নাই, প্রেমধর্ম ও ভক্তি-ধর্মেরও প্রকাশ ঘটিয়াছে, পীতাম্বরের কাব্যেও সেইরূপ বীরধর্ম, প্রেমধর্ম ও ভক্তি-ধর্ম তিনের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরন্তু রৌদ্র, করুণ, বাৎসল্য প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও

সার্থক বিকাশ ঘটিয়াছে।

নিম্নে কবির বীররসাত্মক বর্ণনার কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধার করিতেছি—

(১) বজ্রসার ধনু তিনতাল পরমান।
দেখি বাম করে তুলি লৈলা ভগবান ।।
গুন দিআ লিলায়ে টানিল কোদণ্ড।
মাঝত ভাঙ্গিয়া ধনু হৈল দুইখণ্ড ।।
জেন ইক্ষুবন গজে ভাঙ্গে লিলা করী।
সেহিমতে ধনুখান ভাঙ্গিল শ্রীহরী ।।
ধনুক ভাঙ্গিতে শব্দ হৈল অতিশয়।
সে শবদে কাম্পিল সকল দিসচয় ।।
—গো. বি. পৃ: ২২৩

(২) এহি বুলি জরাসন্ধ ভঙ্গ ভাণ্ডার পশিয়া।
দুইটা দারুন গদা আনিল বাছিআ ।।
একগোট গদা রাজা নৈলেক আপনে।
আর গদা ভিমক দিলেক ততিক্ষনে ।।
জুদ্ধ করীবাক রাজা হৈল বাহির।
অযুত হস্তির বল দুই মহাবির ।।
জেন দুই মেঘখণ্ড জুঝে দুই বিরে।
ক্ষনে শুণ্ডে জুঝে জেন দুইটা কুঞ্জরে ।।
ক্ষনে দুইজনে করে চরন প্রহার।
গদার গদাত কোব লাগিয়া দুহার ।।
অগনির কনিকা উঠে অনির্ব্বার।
জেন দুই ঘোটকে জুঝে বারম্বার ।।
—গো. বি. পৃ: ৪৮৮

(আটান্ন)

রৌদ্ররসের বর্ননা :

বিপক্ষের গতি দেখি রাম মহাবির ।
অরুন নয়ন কোপে কম্পয় সরীর ।।
কোটি কোটি অস্ত্র প্রহারিল বৈরীগনে ।
তিন শরমানে বান ছেদিল তখনে ।।
ধনু থুয়্যা মুশল ধরিল বড় কোপে ।
রথ ছাড়ি ভূমিত নাম্বিল এক ঝাম্পে ।।
প্রলয়ের ভয় জেন প্রজাক সংহারে ।
সেহিমত হলধর বৈরিগন মারে ।।
লাথি মারী ছিড়ীয়্যা ফেলাইল কার শির ।
কাহার কন্ধত শির প্রবেসায় থির ।।
কার হাত পায় কোপে ফেলাই ছিড়ীয়্যা ।
কাকো ধরী পৃথিবিত মারে আছাড়ীয়্যা ।।
কতো রথ গজ ধরী গগনে থেপিল ।
অগ্রজ কতো সেনা মারী আন্তে ভূমিত পাড়িল ।।
গজক মারীল কতো গজের প্রহারে ।
রথের প্রহারে রথ জায় জমঘরে ।।
কাহাকো চিরীয়্যা কোপে করে দুইখান ।
খড়্গে কারো সির কাটি নৈলেক পরান ।।
সির চুর কৈল কারো মুষ্টির প্রহারে ।
মুশল হানিঞা লক্ষ লক্ষ সেনা মারে ।।
ধনু ধরী জদুগন তিক্ষ্ন বান হানি ।
মারীল বিপক্ষ সেনা কতো অক্ষৌহিনী ।।

—গো. বি. পৃ: ৩২৬-৩২২

উপর্যুক্ত যুদ্ধবর্ণনা ভাগবতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ।[১] পীতাম্বর সেই সংক্ষিপ্ত অংশটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন ।

শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনাতেও কবি কীরূপ সুকীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখানো যাইতেছে—

গোপীগন করুনা বচন হেন সুনি ।
সদয় হৃদয় পাছে হৈল জদুমনি ।।
সবাকে ধরিআ গেল জমুনি পুলিনে ।
তথা তিনগুন বাউ বহে সর্ব্বক্ষনে ।।
কুসুমে কুসুমে মত্ত মধুপ ঝঙ্কার ।
দেখিতে সে কামে মত্ত তখনে সবার ।।
মনোময় স্থানে সব গোপীগন মিলি ।
মদন উদ্দিপন রচিল কামকেলি ।।
চারিভিতি গোপীগন মধ্যে নারায়ন ।
তারাগন মধ্যে জেন রোহিনিরমন ।।
পিন পয়োধর কার পরসিল করে ।
নখক্ষেত দিল কারো কুচের উপরে ।।
বাহু মেলি কাহাকো করিল আলিঙ্গনে ।
চাহিল কাহাকো করি রঙ্গ বিলোকন ।।
চিকুর চিবুক কোন জুবতির ধরি ।
আননকমলমধু পিইল শ্রীহরি ।।
বলে ধরি কাহারো থমাইল নিবিবন্ধ ।
কোলাত করিয়া কাকো করাইল আনন্দ ।।

---

১. দ্রঃ ভা. ১০।৫৪।৬-৮

ঘনে সুমধুর গিত গায় গোপীসঙ্গে ।
কাহার কণ্ঠত হাত দিয়া জায় রঙ্গে ।।
গোপীগন লয়া কেলি করে গোপীনাথ ।
জেন মত্ত মতঙ্গ কেলি করে অঙ্গনাথাত ।।

—গো. বি. পৃঃ ১৫৭–১৫৮

উদ্ধৃতাংশটিও ভাগবতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে ।[২] পীতাম্বর স্বকীয় সহজ কবিত্বশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উক্ত বর্ণনাকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন ।

এইবারে ভক্তিরসাশ্রিত বর্ণনাও কবির হৃদয়স্পর্শে কীরূপ কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখা যাক । ভাগবতের কালিয়দমন উপাখ্যানে নাগপত্নীগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে ।[৩] উহার কিয়দংশ পীতাম্বরের কাব্যে নিম্নরূপে পাইতেছি—

আইল নাগকন্যাগন জথা নারায়ন ।
দণ্ডবতে প্রনাম করিল ঘনে ঘন ।।
করজোড় করী পাছে বুলিল বচন ।
দুষ্টের উচিত ফল কৈলে নারায়ন ।।
দুর্জন নাসনে তোমার অবতার ।
হিংসক সর্পকে দণ্ড জগ্য করিবার ।।
জে দণ্ড সর্পকে করীলাহা লক্ষ্মীপতি ।
দণ্ড নহে দুর্লভ সম্পদ পাইল আতি ।।
জনম জীবন ধন্য ধন্য কালিয়ের ।
সিরত ধরীল তুয়া রেনু চরনের ।।

---

২. দ্রঃ ভা. ১০।২৯।৪৫-৪৬
৩. দ্রঃ ভা. ১০।১৬।৩৩-৫৩

(ক্রমশটি)

জে চরন রেনু লাভ মনে পদ্মালয়া ।
করিল দুস্কর তপ কায়ে ক্লেস দিয়া ।।
আর জে জে ভকত তোমার মহাসয় ।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা পদ কিছু না বাঞ্ছয় ।।
তাহাত অধিক আর কোন পদ আছে ।
সব পরিহরী তুয়া পদ রেনু যাছে ।।
কোন তপ কৈল কালি কে পারে বুলিতে ।
যেন পদপদ্মরেনু পাইল অচম্বিতে ।।

—গো. বি. পৃঃ ১০৫—১০৬

নিম্নোদ্ধৃত বাৎসল্য-রসের চিত্রখানিতেও কবিহৃদয়ের নিবিড় স্পর্শাবেশ অনুভব করা যায়——

ভোজন করোণীয়া     বাল গোপাল
ঘরে আইস বাপ রাম ।
ঘনে ঘনে কত     ডাক পাড়িবো
ছাড়িয়া পুরের কাম ।।
বিহানে ভোজন করি গেল দুয়োজন ।
খেড়ি খেলাইতে ক্ষুধা নাহি এতখন ।।
প্রথম বিহানে গেল বেলী হৈল অস্ত ।
রৌদ্রে কামলাইলা ঘর আইস জগন্নাথ ।।
ভোজন না করে নন্দ তোমা পন্থ চায়্যা ।
দুঃখ না দিয়ো ঘরে কান্হ আইস ধায়্যা ।।
খির খাণ্ডসিয়া জেবা রুচে মনে ।
কালী হৈলে খেলাইবা ওত শিশু সনে ।।

—গো. বি. পৃঃ ৬৪

সবশেষে করুণরস বর্ণনায় কবি কীরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। শম্বর কর্তৃক রুক্মিণীর সদ্যোজাত পুত্র প্রদ্যুম্ন অপহৃত হইলে পুত্রশোকে ব্যাকুলিতা রুক্মিণীর করুণ আর্তনাদ ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই। পীতাম্বর সেই অভাবটুকু পূরণ করিয়াছেন এক মর্মস্পর্শী বিলাপ-বর্ণনার মাধ্যমে।—

অহি প্রান পুত্র
কথা গেলা আমাক এড়িয়া।
সাত পাচ নাহি মোর একখানি পুত্র হে
কেবা মোর লৈ গেল হরিয়া।।
আর জনমত মুই কি পাপ করিলো হে
কিবা মোর হৈল গুরু সাপ।
অরিন ঘরত কার আপনি দিয়াছো হে
সে কারনে এ পুখ সন্তাপ।।
এখনে কোলাত করি স্তন পিয়াইলো হে
নিন্দ গেল শুইলো সুতিয়া।
কোন দেব দানবে আপতে লৈ গেল হে
রুক্মিনিক আকুল করিয়া।।
স্বর্গ মর্ত নানা লোক সৃজিল জে জন হে
জার পদ সেবে ত্রিভুবনে।
আহার চরনে সৃষ্টি স্থিতি সংহারন হে
তার পুত্র হরে আর জনে।।
প্রফুল্ল কমলদল দুইখানি নয়ন হে
এ চান্দ জিনিঞা মুখখানি।
পুত্রক দেখিয়া মোর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি হে
হারাইলো হেন পুত্রখানি।।

(তেষট্টি)

চিন্তিত পুত্রের স্নেহ কি মোর কঠিন দেহ
ফুটি কেনে না হয়ে বাহির।
মোর প্রানধন চোরে হরীয়া নৈলেক যে
কেনে ধরো বিকল শরির।।

--গো. বি. পৃ: ৩৩২-৩৩৩

## ৮. শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর সহিত পীতাম্বরের কাব্যের তুলনামূলক বিচার

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পীতাম্বর-কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধ পুথখানি ভাগবত-পুরাণের মূলানুগ অনুবাদ। ইহাতে লৌকিক ধারার সংমিশ্রণ নাই। সেই দিক হইতে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পুস্তখানিও ভাগবতেরই[১] বঙ্গানুবাদ। তবে উহা একেবারে লৌকিক ধারা বিবর্জিত এমন কথা বলা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় উহাতেও যে ভাগবত-বহির্ভূত দানলীলা, নৌকা-লীলা প্রভৃতি সংযোজিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় অমুদ্রিত কতকগুলি পুথি হইতে। উক্ত লীলাসমূহকে গায়ক বা লিপিকরের প্রক্ষেপ বলিয়া বাদ দেওয়া চলে না।[২] 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর যে

---

১. ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের

২. দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' (১ম সং) কাব্যের ভূমিকা (পৃ: ৭২-৭৩) দ্রষ্টব্য।